গোটা পৃথিবীর জাগ্রত মৃতপ্রায় মানুষদের বলছি নাম না জানা কতশত অলিতে গলিতে লক্ষ মানুষের জীবন অসহায় গল্প হয়ে ঘুরে বেড়ায় আমরা তার খোঁজ রাখি না, স্বার্থের এই পৃথিবীতে আমরা সবাই ব্যস্ত ভীষণ।

আমাদের কাছে থাকা মানবীয় গুণাবলি বিসর্জন দিচ্ছি প্রতিনিয়ত, সম্পদ আহরণের জন্য, ভোগ বিলাসের জন্য। আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে নীতি নৈতিকতা, মানবতা লোপ পাচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সময়ের আবর্তনে সভ্য মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে মানবতাবোধ যেখানে বৃদ্ধি পাবার কথা, সেখানে মানবতবোধ কমছে, প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। যে ব্যক্তির নিজস্ব বিবেক, চেতনা, মানবতা বোধগম্য নয়, শাস্ত্র, বাণী তার কী বদলাতে পারে, যেমন অন্ধ ব্যক্তির জন্য আয়না কী কাজে আসতে পারে।

সহমর্মিতা ও সহভাগিতা আজ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে?

“মানবতা” শব্দটা যেমন সহজ সাবলীল, মানবতায় মানবিক হওয়াটাও তদ্রুপ সহজ সাবলীল। মানুষের জন্য ভালবাসা, মানুষের জন্য সমবেদনা, স্নেহ মমতার নামই মানবতা। নিঃস্বার্থভাবে কল্যাণকর কাজে অংশীদার হওয়ার নাম মানবতা।

মানুষের জীবনে একটি ছোট্ট হাসি কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, হৃদয়ের ঠিক কতটা গভীরতা ছুঁয়ে আসতে পারে, না দেখার আগে তা উপলব্ধি করা কল্পনায় নিছক সুখ পাওয়ার মতো। বাস্তবে সে হাসির ভাষা শুধুই অনুভব করা যায়, সে হাসি অমূল্য, সে হাসিই আত্মার চাহিদা মেটায়।

মনে করিয়ে দিতে চাই মানবতার দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল মুখখানা, যার বয়সের ভাঁজে ভাঁজে স্বপ্ন বাঁচে,

নীল পাড়ে সাদা শাড়ি পরিহিত স্বপ্নে ভরা সেই দুটি চোখ, হ্যাঁ আমি মাদার তেরেসার কথা বলছি, আমি তার কথা বলছি,

“আমি একা এই পৃথিবীকে বদলে দিতে পারবোনা। তবে আমি স্বচ্ছ জলে একটি ছোট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করে বড় বড় জলতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারবো।"

আসুন আমরা আবার সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়াই, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করি, আমাদের মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তুলি, মানবতার টানে হাতে হাত রাখি। প্রতিটি ঘরে মানবতার জন্ম হোক এই কামনা করি। আমরা মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, সৃষ্টির সেবায় স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

একাগ্র কন্ঠে বলি...

মানবতা তুমি আওয়াজ তুলো সময়ের সাথে, অসহায় মানুষের পাশে,

জীবন গুলো আবার স্বপ্ন বুনবে তোমার নতুন আলোর শুভ্র প্রভাতে।

**সংগঠনের নাম:** হ্যান্ড ইন হ্যান্ড

**প্রতিষ্ঠাকাল:**

**সংগঠনের মূল লক্ষ্য**

হ্যান্ড ইন হ্যান্ড একটি সেবামূলক সামাজিক সংগঠন। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনের জন্য স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের মাধ্যমে, আত্ননির্ভরশীল সুখী ও সমৃদ্ধশালী অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গঠন করা এই সংস্থার লক্ষ্য। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর নারী-পুরুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সমন্বিত প্রচেষ্টায় উন্নয়ন সাধন করা । ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সামাজিক, সেচ্ছাসেবী, উন্নয়নমুলক সাংস্কৃতিক ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন সেবা সংগঠন।

এক কথায় বলা যায় আত্মকর্মসংস্থান এবং আয় সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য।

**সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

**কর্মসংস্থান**

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন-২০১০-এর মতে, বাংলাদেশে মোট কর্মহীন লোকের সংখ্যা ২৬ লক্ষ। দেশের মোট শ্রম শক্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ। সংগঠনের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মহীন লোকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করণের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টায় বহাল থাকবে। কর্মহীন মানুষের কর্ম নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলাই এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

**কারিগরি শিক্ষা**

* চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সংগঠন থেকে আগ্রহী ব্যক্তির কারিগরি শিক্ষার বিকাশ অথবা শিক্ষা প্রয়োগের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

**রক্তদান কর্মসূচি**

* পৃথিবীতে সকল ধর্মেই মুমূর্ষুকে দানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই দান যদি হয় রক্ত, তবে তার মহত্ব ছাড়িয়ে যায় অন্য সব কিছুকে।
* ডাক্তাররা বলে থাকেন একজন সুস্থ্য মানুষের দেহে সাধারণত ৫ থেকে ৬ লিটার রক্ত থাকে। রক্তদানের সময় সেখান থেকে নেয়া হয় মাত্র সাড়ে ৩শ’ এমএল। আর দানকৃত রক্তের প্রায় ৬০ ভাগ ১ দিনের মধ্যেই শরীর তৈরি করে নেয়। শুধু রক্তের লোহিত কণিকা পূরণ হতে ১২০ দিন বা ৪ মাস সময় লাগে।
* রক্তদানের সুবিধা : ডাক্তাররা বলেন, প্রতি ৪ মাস অন্তর রক্ত দিলে শরীরে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আরও দেখা গেছে, নিয়মিত রক্তদান হৃদরোগেরও ঝুঁকি কমায়। আবার রক্তদানের মধ্যে দিয়ে মনেও আসে প্রশান্তি।
* বাংলাদেশে এখন বছরে ৬ লাখ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন৷ এর ৯০ ভাগই পাওয়া যায় স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের কাছ থেকে৷

এইভাগে আমাদের সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা অবদান রাখতে পেরে মানবতার ডাকে এক পা এগিয়ে যাবার আনন্দ অনুভব করেন। এখন পর্যন্ত আমাদের অনেকগুলো রক্তদান কর্মসূচি সম্পাদিত হয়েছে।

**প্রাকৃতিক দুর্যোগ**

* অতিবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে অসহায় মানবতার পাশে দাঁড়ানো দলমত-নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার ধর্মপ্রাণ মানুষের অবশ্যকর্তব্য। হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সেবা সংগঠনটি থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এলাকার সহায় সম্বলহীন মানুষগুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য, বস্ত্র ও কর্মের যোগান পেয়েছেন। ভবিষ্যতেও সেবা সংগঠনটি এ ধরনের কর্মসূচিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের বদ্ধপরিকর।
* আর্তমানবতার সেবায় সবাই স্বেচ্ছায় যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বন্যার্তদের সহায়তায় এগিয়ে যাবে হ্যান্ড হ্যান্ড সেবা সংগঠন।

**জাকাত**

* জাকাত মানে যেমন পবিত্রতা, তেমনি রমজান মানে হলো আগুনে পুড়ে সোনা খাদমুক্ত বা খাঁটি করা। রমজানের সঙ্গে জাকাতের সম্পর্ক সুনিবিড়। আল কোরআনে নামাজের নির্দেশ যেমন ৮২ বার রয়েছে, অনুরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাকাত দেওয়ার নির্দেশও ৮২ বার রয়েছে। এর দ্বারা জাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।
* প্রতিবছর হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সংগঠনের সদস্যরা তাদের যাকাতের অনেকটা অংশ দুস্থ মানুষের সেবায় অবদান রাখেন।

**উদ্দেশ্য**

* নিঃস্ব মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রত্যয় সৃষ্টি করা।
* গরীব, অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া লেখা চালিয়ে যেতে সহায়তা বা উদ্ভুদ্ব করে এবং বিনামুল্যে বই বিতরন করা।
* রমজান মাসে অসহায় গরিবদের মাঝে ইফতারি সামগ্রী বিতরন করা এবং ঈদুল আযহা তে হতদরিদ্র মানুষের জন্য কুরবানীর আয়োজন করা।
* “ঈদ উৎসব” ঈদের আগের দিন অসহায় গরিবের মাঝে ঈদ প্যাকেজ বিতরন করা।
* সমাজের সবার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ সৃষ্টি করে সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
* সংগঠনের প্রতিটি সদস্য কাজের মাধ্যমে সফল, স্বয়ংক্রিয় ও স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ক্ষমতায়িত করা।

​